সংবাদ

তারিখ ০1 OCT 2017
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ২

কালিয়াকৈরে ব্যক্তির গ্রাসে সত্তোরোর্ধ সর. প্রা. স্কুল

প্রতিনিধি, কালিয়াকৈর (গাজীপুর)

গাজীপুরের কালিয়াকৈর উপজেলার মাঝুখানা গ্রামে মাঝুখান সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জমি দখল করার অভিযোগ পাওয়া গেছে। বিদ্যালয়ের জমি দখলমুক্ত করার জন্য ২০ সেপ্টেম্বর ইউএনওর কাছে একটি আবেদন করেছেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মো. আবদুল জাব্বার মণ্ডল। ওই ঘটনার টের পেয়ে গত বৃহস্পতিবার সকালে চাঁন মিয়া নামক এক ব্যক্তি একটি সাইনবোর্ড, জমিতে টিনের বেড়া ঘিরে দখল করে নিয়েছে বলেও এলাকাবাসী অভিযোগ করেছেন।

এলাকাবাসী ও বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ জানান, উপজেলার ৩৫ নং মাঝুখান সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়টি ১৯৩৫ সালে স্থাপিত হওয়ার আগে একই এলাকার মধুসুধন বর্মন নামের এক ব্যক্তি খেলার মাঠের জন্য ১একর ৯৬ শতাংশ, স্কুলের ভবনের জন্য২৪ শতাংশ, সড়কের জন্য ৫ শতাংশ জমিসহ মোট ২ একর ২৫ শতাংশ জমি দলিল করে দেন। সেই সূত্রে বাংলাদেশ সরকার ওই জমিগুলো স্কুলের নামে আরএস রের্কড করে দেন।

স্কুলের ভবনের উত্তর পাশের ৫৬ শতাংশ জমি আফসার উদ্দিন জবর দখল করে স্থাপনা নির্মাণ করে দখল করে রেখেছে। স্কুলের পাশের জমিতে গত বৃহস্পতিবার ভোরে চান মিয়া ২৭ শতাংশ জমিতে টিনের সীমানা প্রাচীর নির্মাণ করে দখল করে নেয়। তাদের দখলকৃত জমিতে ক্রয় সূত্রে নিজেদের জমির মালিক দাবি করে একটি সাইনবোর্ড টাঙ্গানো হয়েছে। মো. চাঁন মিয়া সাং- কালিয়াকৈর উপজেলার ভান্নারা এলাকায়। স্কুলের এসব জমি উদ্ধারে ব্যর্থ হয়ে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মো. আবদুল জাব্বার জমি উদ্ধারের দাবি জানিয়ে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা বরার একটি আবেদন করেছেন।

আরজু কসমেটিক স্টেশনারির মালিক পজু বেপারি ও জমি দখলকারী আফসার উদ্দিন জানান, আমরা জানি না এটা স্কুলের জমি। তবে এখানে বৈধ কাগজপত্র দেখেই জমি কিনে ২০ বছর ধরে এই দোকান দিয়ে ব্যবসা করে আসছি।

স্থানীয় বাসিন্দা আবদুল হামিদ (৭৫) জানান, 'আমরা অনেক আগেই দেখেছি ওই জমি স্কুলের নামে আছে। এখন শুনছি অন্যরা ওই জমি কিনেছে। কি করে তারা মালিক হলো এটা বুঝতে পারছি না।

মৌচাক ইউনিয়ন পরিষদের ৮ নম্বর ওয়ার্ডের সদস্য মোশাররফ হোসেন জানান, দখল করা জমি বিদ্যালয়ের নামে রয়েছে। যারা মালিক দাবি করে সাইবোর্ড ঝুলিয়েছে তারা জাল দলিল করে ওই জমি দখল করে নিচ্ছে।

মাঝুখান সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মো. আবদুল জাব্বার মণ্ডল জানান, বিদ্যালয়ের জমি উদ্ধার করার জন্য তারা বিভিন্ন ভাবে চেষ্টা করেছেন। উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা শিখা বিশ্বাস জানান, বিষয়টি নিয়ে ইউএনওর সঙ্গে আলোচনা হয়েছে। কাগজপত্র দেখে আইনগত ব্যবস্থা নেয়া হবে।